গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

নথি নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০১.২০১৯.২৫৫ তারিখ: ১৫.০৯.২০১৯খ্রি:

বিষয় : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ২৫.০৭.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে।

উপযুর্ক্ত বিষয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ২৫.০৭.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে :

ক্র: নং	বিবেচ্য বিষয়	কমিটির সুপারিশ
১.	ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজের স্কুল শাখার স্তর/কোড পরিবর্তন সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ০২.১২.২০১৮ তারিখে, নং- ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.৩৭২.২০১৭.১৭৪০১ স্মারকে অবহিত করেন যে, ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজ স্কুলটি পিএটিসি স্কুল নামে ১৯৮৬ সালে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে ১ম এম.পি.ও.ভুক্ত হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর ০৩.০১.১৯৮৮ তারিখের নং-২২৬(গ)/ঢাকা/দ:/১২৪১ পত্র মোতাবেক পিএটিসি স্কুল এর মাধ্যমিক পর্যায়ের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষ হতে পিএটিসি স্কুলটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কলেজের কোড প্রদান করা হয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর নং-১৫৮৭, তারিখ: ১০.০৬.২০০১ মোতাবেক পিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজের প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির নাম পিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজ গভর্ণিং বডির ০২.০৪.২০০১ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজ নামে প্রণীত হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর স্বীকৃতি নবায়ন পত্রে প্রতিষ্ঠানের নাম বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজ । পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-শা:৪/১জি-২২/২০০২/৫২৪-শিক্ষা, তারিখ: ০২.১২.২০০২ মোতাবেক প্রতিষ্ঠানটির উচ্চ মাধ্যমিক স্তর এম.পি.ও.ভুক্ত হয়। যার কোড নং-২৬১৫০৫৩১০। উল্লেখ্য প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির নিম্নমাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর এম.পি.ও. ভুক্ত তবে মাধ্যমিক স্তর এম.পি.ও.ভুক্ত নয়। এমতাবস্থায়, বি.পি.এ.টি.সি. স্কুল এন্ড কলেজ এর নিম্ন মাধ্যমিক ও (উচ্চ মাধ্যমিক) স্তর এম.পি.ও. কোড প্রাপ্ত হওয়ায় মাধ্যমিক স্তর এম.পি.ও.ভুক্তি তথা মাধ্যমিক পর্যায়ের কোড প্রদানের জন্য আবেদন করেছেন।	ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজের স্কুল শাখার স্তর/কোড পরিবর্তনের বিষয়ে পরবর্তীতে অনলাইনে আবেদন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২.	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন কাজলদিঘী শহীদ জিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর নিয়োগকৃত সহকারী গ্রন্থাগারিক জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার প্রধান এর এম.পি.ও. ভুক্তি সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর কার্যালয়ের ১৯.১২.২০১৮ তারিখে, নং-জ-১৩৬৮-ম/২০০৬/১৮১১১ স্মারকে অবহিত করেন যে, পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন কাজলদিঘী শহীদ জিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর নিয়োগকৃত সহকারী গ্রন্থাগারিক জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার প্রধান বিগত ১২.০৫.২০১৪ খ্রি: তারিখ প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। যোগদানকালীন সময়ে তার ডিপ্লোমা সনদ ছিল SIT ফাউন্ডেশন, বগুড়া (পাশের সন-২০১৩, প্রাপ্ত গ্রেড এ)। ঐ সময়ে তিনি এম.পি.ও. ভুক্ত হতে পারেননি। পরবর্তীতে তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৬ সালে সহকারী গ্রন্থাগারিক এর ডিপ্লোমা সনদ অর্জন করেছেন। তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনলাইনে	পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন কাজলদিঘী শহীদ জিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর নিয়োগকৃত সহকারী গ্রন্থাগারিক জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার প্রধান এর এম.পি.ও. ভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এম.পি.ও.ভুক্তির জন্য আবেদন করেন। কিন্তু আঞ্চলিক উপ-পরিচালক, রংপুর তার এম.পি.ও.ভুক্তির আবেদনের কাগজপত্রাদি প্রয়োজনীয় কার্যার্থে সূত্রোক্ত স্মারকপত্রের মাধ্যমে এ অধিদপ্তরে অগ্রায়ন করেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২২.১০.২০১৩খ্রি: তারিখের স্মারক নং-শিম/শা:১৩/বিবিধ-২/দারুল ইহসান বিশ্ব:/২০১৩/৩৬৪ সংখ্যক পরিপত্রের অনুচ্ছেদ গ).৫ এ উল্লেখ রয়েছে যে, কেবল জানুয়ারী-২০১৩ পর্যন্ত যোগদানকারী এবং এম.পি.ও. ভুক্তির আবেদন প্রেরণকারীদের ক্ষেত্রে এ সুপারিশ প্রযোজ্য হবে। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ের ২২.১১.২০১৬ খ্রি: তারিখের নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০২(দারুল ইহসান বিশ্ব: ২০১৩.৫৬৭ সংখ্যক পরিপত্রের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের ২২.১০.২০১৩খ্রি: তারিখে জারীকৃত পরিপত্রের ০৫ নং ক্রমিক নিম্নোক্তভাবে সংশোধন করা হয়- কেবল ২২ অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত বিধিমোতাবেক যোগদানকারীদের ক্ষেত্রে এ সুপারিশ প্রযোজ্য হবে।

এতাবস্থায়, উল্লিখিত বিষয়ের আলোকে পঞ্চগড় জেলার বোদা উপজেলাধীন কাজলদিঘী শহীদ জিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এ নিয়োগকৃত সহকারী গ্রন্থাগারিক জনাব মোহাম্মদ শাহরিয়ার প্রধান এর যোগদান ১২.০৫..২০১৪ খ্রি. তারিখে হওয়ায় তার এম.পি.ও.ভুক্তি বিষয়ে পরবর্তী সদয় সিদ্ধান্ত কামনা করেন।

৩. বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এ প্রভাষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সমন্বয় সংক্রান্ত।

মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর কার্যালয়ের ২৬.১২.২০১৮ তারিখে, নং-৭জি-১১৪(ক-৩)/০৫/৪৭৩৪/৫৫৩৫ স্মারকে অবহিত করেন যে, ২৮ নভেম্বর ২০১৮খ্রি. তারিখে এনটিআরসিএ কর্তৃক ১৫তম বেসরকারি কলেজে প্রভাষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর পরিশিষ্ট 'ঘ'(৪) এ প্রভাষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদে যোগ্যতা হিসেবে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার বিজ্ঞান/আইসিটি বিষয়ে ৪(চার) বছর মেয়াদী ২য় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রী চাওয়া হয়েছে।

অপরদিকে সরকারি কর্ম কমিশন ২০.০৬.২০১৭ খ্রি: তারিখে প্রকাশিত ৩৮ তম বিসিএস পরীক্ষার-২০১৭ এ প্রভাষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) বিষয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অথবা ইইই (ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং) অথবা সিএসসি (কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং) বিষয়সমূহের যে কোন একটিতে ০৪ বছরে স্নাতক ডিগ্রী চাওয়া হয়েছে।

প্রভাষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদের জন্য সরকারি কর্ম কমিশন এবং এনটিআরসিএ তে শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নরুপ :

পদের নাম	এনটিআরসিএ/জনবল কাঠামো-২০১৮ মোতাবেক	সরকারি কর্ম কমিশন মোতাবেক
প্রভাষক (তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি)	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার বিজ্ঞান/আইসিটি বিষয়ে ৪(চার) বছর মেয়াদী ২য় শ্রেনির স্নাতক ডিগ্রী। অথবা স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে কম্পিউটার বিজ্ঞান/আইসিটি বিষয়সহ স্নাতক ডিগ্রী এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান/আইসিটি বিষয়ে ২য় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। বর্ণিত সর্বশেষ ডিগ্রী ব্যতীত শিক্ষা জীবনের অন্যান্য স্তরে যে কোন ১টি ৩য় শ্রেণি/সমমান গ্রহণযোগ্য হবে।	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অথবা ইলেক্ট্রিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই), অথবা কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসসি) বিষয়সমূহের যে কোন একটিতে ০৩ বছরের স্নাতকোত্তর অথবা ০৪ (চার) বছরের স্নাতক ডিগ্রী।

এই পদের জন্য (প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) সরকারি কর্মকমিশন এবং এনটিআরসিএ কর্তৃক প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে একই শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবেদন করেন।

এমতাবস্থায়, প্রভাষক (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পদে সরকারি কর্ম কমিশন এর ন্যায় জনবল কাঠামো-২০১৮ তে শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরুপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত: বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ ও জনবল কাঠামো সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত আবেদন বিবেচনার সুযোগ নেই।

৪.	বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলাধীন রায়পুর কুন্তা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর কার্যালয়ের ০৫.০২.২০১৯ তারিখে, নং- ৪জি/-৭৫০-ম/২০১২/৩৯৫ স্মারকে অবহিত করেন যে, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নন্দীগ্রাম বিগত ১৮.০৪.২০১৮ খ্রি. তারিখ বিদ্যালয়টি আকস্মিক পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি উল্লিখিত প্রধান শিক্ষক কে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই অনুপস্থিত দেখতে পান। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোছা: রাজিয়া সুলতানা হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করলেও বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন না। রাজস্ব স্ট্যাম্প ছাড়াই সকল শিক্ষক-কর্মচারী বেতন উত্তোলন করছেন। যার ফলে সরকার রাজস্ব হতে বঞ্চিত হচ্ছে। বর্ণিত কার্যকলাপ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের চাকুরীর শর্ত বিধিমালা-১৯৭৯ এর ১১ নং অনুযায়ী শাস্তিমূলক অপরাধ মর্মে প্রদত্ত প্রতিবেদন উল্লেখ করেছেন। প্রধান শিক্ষক কে এ বিষয়ে কারণ দর্শানো হলে প্রধান শিক্ষকের দাখিলকৃত জবাব সন্তোষজনক নয়। বর্ণিত সহকারী শিক্ষক জনাব মোছা: রাজিয়া সুলতানা এর নিকট জবাব দাখিলের জন্য পত্র দেয়া হলে প্রধান শিক্ষক তথ্যাদিসহ জবাব এ অধিদপ্তরে দাখিল করেছেন। কিন্তু বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব মোছা: রাজিয়া সুলতানা উপস্থিত হননি। ইহা জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ লংঘন শামিল। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত বিষয়ের আলোকে বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলাধীন রায়পুর কুন্তা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আবুল হোসেন (ইনডেক্স নং-২৪৪৩৪৮) এবং সহকারী শিক্ষক জনাব মোছা: রাজিয়া সুলতানা এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম উপজেলাধীন রায়পুর কুন্তা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বর্ণিত বিষয়ের উপর সুস্পষ্টভাবে ব্যাখা প্রদান করবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৫.	সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাধীন নলতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এম.পি.ও. না দেয়ার শর্তে অনুমোদিত ডাবল শিফটে নিয়োগ প্রাপ্ত নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর জনাব মো: নাজমুল আহছান এর এম.পি.ও.ভুক্তি সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর কার্যালয়ের ১২.০২.২০১৯ তারিখে, নং- ৭/০৪জি/২০৯৩-ম/১৩/৪৯২ স্মারকে অবহিত করেন যে, সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাধীন নলতা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানটি মাধ্যমিক হিসেবে এম.পি.ও.ভুক্ত এবং ডাবল শিফট অনুমোদন রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্রের স্মারক নং-শাখা-১২/ডবল শিফট-১/২০১১/১১৩, তারিখ ০৭.০৫.২০১৪ খ্রি. জারীকৃত পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোরের স্মারক সংখ্যা ৬/৫০০১/২৭১৬, তারিখ: ১৪.০৮.২০১৪ খ্রি. মোতাবেক জারীকৃত পত্রে উল্লেখ করা হয় মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়োগকৃত শিক্ষক/কর্মচারীদের এম.পি.ও. না দেওয়ার শর্তে উক্ত বিদ্যালয়ে ০১.০১.২০১৪ খ্রি. হতে মাধ্যমিক পর্যায়ে ডাবল শিফট (প্রাত: ও দিবা) খোলার অনুমতি প্রদান করা হলো। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ডবল শিফট চালু থাকায় এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ অনুযায়ী শিক্ষক-কর্মচারী প্যাটার্ণ ভিত্তিক ডাবল পাবে। প্রতিষ্ঠানটি মাধ্যমিক হিসেবে এম.পি.ও.ভুক্ত । ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীর প্রাপ্যতা সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নে প্রদত্ত হলো। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ডবল শিফট চালু থাকায় ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী প্রাপ্যত্য রয়েছে ০২ জন। বর্তমান ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী কর্মরত আছে ০২ জন এবং এম.পি.ও.ভুক্ত আছে ০১ জন । অর্থাৎ আরো ১ জন ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী প্রাপ্যতা রয়েছে। এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষকের আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানে এম.পি.ও. না দেওয়ার শর্তে অনুমোদিত ডাবল শিফট (প্রাত: ও দিবা) এর বিপরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত ৩য় শ্রেণীর কর্মচারী জনাব মো: নাজমুল আহছান, নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এর এম.পি.ও.ভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত কামনা করা হয়েছে।	সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলাধীন নলতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিয়োগ প্রাপ্ত নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর জনাব মো: নাজমুল আহছান এর এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয়টি নীতিমালা সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত সুযোগ নেই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৬.	০৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ম স্থান অধিকারীকে বাদ দিয়ে ২য় স্থান অধিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসংগে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এর কার্যালয়ের ৩০.০৫.২০১৯ তারিখে নং- ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.২০১.২০১৮/২৩৪৫ স্মারকে অবহিত করেন যে, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও টাঙ্গাইল জেলার নিম্নোক্ত ০৪টি প্রতিষ্ঠানের সমাজবিজ্ঞান বিষয় নিয়োগ প্রাপ্ত এবং ১ম স্থান অধিকারী শিক্ষকদের এম.পি.ও. ভুক্ত না করে ২য় স্থান অধিকারী শিক্ষকদের অনলাইনে এম.পি.ও বুক্ত করা হয় মর্মে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা ময়মনসিংহ	১ম স্থান অধিকারীদের কাগজপত্র যাচাই সাপেক্ষে তাদেরকে এম.পি.ও. ভুক্ত করার জন্য এবং যারা অবৈধভাবে এম.পি.ও. ভুক্ত হয়েছেন তাদেরকে এম.পি.ও.ভুক্তির তালিকা হতে বাদ দেয়ার জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

	অঞ্চল, ময়মনসিংহ হতে সূত্রোক্ত স্মারকে আবেদন দাখিল করেছেন। এ বিষয়টি অধিকতর যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধান ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়। সাক্ষাৎকারে বিষয়টির সঠিকতা পাওয়া গিয়েছে। (১) জনাব তাছলিমা খাতুন, সহকারি শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান), ১ম স্থান অধিকারী, এম.পি.ও. ভুক্ত হতে অবৈধভাবে বঞ্চিত, ভুঞাপুর পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল (২)লিপা খাতুন, সহকারি শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান), ২য় স্থান অধিকারী, মার্চ/২০১৮ অবৈধভাবে এম.পি.ও. ভুক্ত, ভুঞাপুর পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল (৩) আকলিমা আক্তার খানম, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান), ১ম স্থান অধিকারী, এম.পি.ও. ভুক্ত হতে অবৈধভাবে বঞ্চিত, আহম্মদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ (৪) সালমা আক্তার, সহকারি শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান), ২য় স্থান অধিকারী, মার্চ/২০১৮ অবৈধভাবে এম.পি.ও. ভুক্ত, আহম্মদাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ (৫) মনোয়ারা পারভীন, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান), ১ম স্থান অধিকারী, এম.পি.ও. ভুক্ত হতে অবৈধভাবে বঞ্চিত, গাবতলী উচ্চ বিদ্যালয়, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ (৬) শায়লা উসমান রুপা, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান), ২য় স্থান অধিকারী, মার্চ/২০১৮ অবৈধভাবে এম.পি.ও. ভুক্ত, গাবতলী উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ (৭) রওশন আরা বেগম, সহকারী শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান), ১ম স্থান অধিকারী, এম.পি.ও. ভুক্ত হতে অবৈধভাবে বঞ্চিত, দও উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, নেত্রকোণা (৮) গোলাম রসুল, সহকারি শিক্ষক (সামাজিক বিজ্ঞান) ২য় স্থান অধিকারী, মে/২০১৮ অবৈধভাবে এম.পি.ও. ভুক্ত, দও উচ্চ বিদ্যালয়, সদর, নেত্রকোনা। ক্রমিক নং-০১,০৩,০৫ ও ০৭ এ উল্লিখিত শিক্ষকগন নিয়োগ পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকারী কিন্তু অনলাইনে তাদের এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়টি বিবেচনা না করে ক্রমিক নং-০২,০৪,০৬ ও ০৮ দ্বিতীয় স্থান অধিকারী শিক্ষকদের মার্চ/২০১৮ ও মে/২০১৮ খ্রি: তারিখ অবৈধভাবে এম.পি.ও ভুক্ত করা হয়। উপরে বর্ণিত বিষয়ে অত্র অধিদপ্তরে যাচাইয়ে ও প্রতীয়মান হয় প্রথম স্থান অধিকারীদের রেখে ২য় স্থান অধিকারীদের এম.পি.ও ভুক্তি করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ার সাথে প্রধান শিক্ষক, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও জেলা শিক্ষা অফিসার উপপরিচালক ময়মনসিংহ অঞ্চল, ময়মনসিংহ যুক্ত ছিলেন। এমতাবস্থায়, প্রথম স্থান অধিকারীদের এম.পি.ও অনুমোদনের জন্য এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশসহ প্রেরণ করা হলো।	অধিদপ্তর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০২. এমতাবস্থায়, পুনর্বিবেচনা কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(অসীম কুমার কর্মকার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০৫১৭

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল)।
৬. সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭. অফিস কপি।